সমকাল

তারিখ 18 MAR 2015
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

# যশোরে বোর্ড কর্মকর্তা অপহরণে ছাত্রলীগ নেতা লিখন জড়িত

■ যশোর অফিস

যশোর শিক্ষা বোর্ডের সহকারী কলেজ পরিদর্শক মফিজুল ইসলাম অপহরণ ও চাঁদাবাজি মামলায় আটক আরিফ হোসেন রানা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছেন। এ ঘটনায় জেলা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল্লা খান লিখন ও তার ভাই বাবুসহ ৭-৮ জন জড়িত বলে জবানবন্দিতে উল্লেখ করেছেন তিনি। লিখন ও তার ভাই বাবুর পরিকল্পনায় মফিজুল ইসলামকে অপহরণ করে মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল। তবে রানা জবানবন্দিতে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেছেন, ঘটনাস্থলের পাশের এক দোকানদারের ফোন পেয়ে তিনি মফিজুল ইসলামকে উদ্ধার করে মামলায় জড়িয়ে গেছেন।

## রানার জবানবন্দি

মঙ্গলবার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের বিচারক আসামি রানার জবানবন্দি গ্রহণ শেষে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দিয়েছেন। আরিফ হাসান রানা উপশহর ৭ নম্বর সেক্টরের মৃত জয়নাল আবেদীনের ছেলে।

মামলার অভিযোগে জানা গেছে, মফিজুল ইসলামের কাছে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসামিরা। চাঁদা না দেওয়ায় গত ৮ ফেব্রুয়ারি তাকে বাড়ি থেকে অপহরণ এবং মারধর করা হয়। তিনি এখনও ঢাকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এ ঘটনায় পুলিশ রানা, রিপন সাহা ও শিমুল নামে তিনজনকে আটক করে। মঙ্গলবার তাদের একদিনের রিমাণ্ড শেষে আদালতে পাঠালে রানা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেন।

রানা জানিয়েছেন, গত ৮ ফেব্রুয়ারি রাতে পালবাড়ি মোড়ের এক দোকানদার তাকে ফোন করে জানান, লিখন ও তার লোকজন বোর্ড অফিসের একজনকে ধরে এনে পাওয়ার হাউসের পরিত্যক্ত ভবনের মধ্যে আটকে মারধর করছে। এ সংবাদের ভিত্তিতে রানা রিপন সাহাকে বাসা থেকে ডেকে এনে ঘটনাস্থলে যান। সেখানে লিখন ও তার ভাই বাবু, ইব্রাহিম, মোহাম্মাদ রিপন, ছোট রানা, জাফরসহ ৭-৮ জন ছিল। রানা ও রিপন সাহা লিখনের কাছে মফিজুল ইসলামের মোটরসাইকেল, মোবাইল ফোন রেখে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে বাড়িতে সংবাদ দেন। হাসপাতাল থেকে পুলিশ তাকে ও রিপন সাহাকে আটক করে।